বৈষ্ণব পদাবলী

সম্পাদনায়

ডঃ সত্য গিরি
রীডার, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

ইমাদুল আলি
email, emadulali2013@gmail.com
9046668055/9851053260

রত্নাবলী
৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❖ কলকাতা ৭০০ ০০৯

কনড়া

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে[1] ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন-কমল—সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কিছু না পাওল[2] থেহ॥ ৪ ॥

আহিরী

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া-বলে ননি চোরা।।
ধরিয়া যুগল করে বাঁধিয়া[১] ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী[২] রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া।।
অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না[৩] পারে।।
বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের[৪] ছাওয়াল[৫] পাইয়া মারেন[৬] আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার।।
অঙ্গদ-বলয়-তাড় আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার।।

বলরাম দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে[৭]।
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥১৯॥

বিষয় : পূর্বরাগ ও অনুরাগ

কামোদ

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল[১] গো
আকুল করিল[২] মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন[৩] ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে[৪]॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের[৫] পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি-তার নয়নে-দেখিয়া[৬] গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে[৭]
আপনার[৮] যৌবন যাচায়॥ ৩৮॥

করুণা রাগ

আলো মুঞি[১] জানো[২] না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে[৩] রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল[৪] অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া[৫] কি জানি করে প্রাণ[৬]॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা॥
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল[৭]।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু-কুলে দিলুঁ দুখ[৮]।
জ্ঞানদাস কহে[৯] দঢ় করি থাক বুক ॥ ৪৯॥

ধানশী

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক[১]।

পথ-আগমন-কথা কত না কহিব[২] হে[৩]

যদি হয় মুখ[৪] লাখে লাখ॥

মন্দির তেজি যব পদ চার[৫] আওলুঁ[৬]
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে[৭]
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর[৮]
হাম যাওব[৯] কোন পুর॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ[১০]
চিরদুখ অব[১১] দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে[১২] প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ[১৩] তৃণ- হুঁ করি না গণলুঁ[১৪]
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ৭৪ ॥

তথা রাগ[১]

পিরিতি সুখের[২] সায়র[৩] দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম[৪] তায়।
নাহিয়া উঠিয়া[৫] ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমিল[৬] তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা[৭]
পড়সী জীয়ল-মাছে।
কুল পানিফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া[৮] আছে॥
কলঙ্ক-পানায়[৯] সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলু[১০] যদি।
অন্তরে[১১] বাহিরে কুটু কুটু[১২] করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী[১৩]
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥ ১০২ ॥

পাহিড়া[1] ধরা

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর[2] ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা[3] মোহে কে কি না কহলা[4]॥

বড় দুখ রহল[৫] মরমে।
পিয়া বিছরল যদি[৬] কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে[৭] পিয়া আন দেশে[৮] গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর[৯] ঝাঁঝর[১০] ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ[১১] চিতে মিলব মুরারি॥ ১১৫ ॥

গান্ধার শ্রীরাগ

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা[১]॥
আজ মঝু গেহ গেহ[২] করি মানলুঁ
আজ মঝু দেহ ভেল দেহা[৩]।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল[৪]
টুটল সবহুঁ[৫] সন্দেহা॥
সোই[৪] কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ[৭]
লাখ[৮] উদয় করু চন্দা।

পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন[৯] বহ মন্দা ॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত[১০]
তবহুঁ মানব[১১] নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা[১২]॥ ১২৪ ॥

তথা রাগ

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি[১] মন তাহে সমর্পিলু[২]
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম[৩] পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম[৪] নিন্দে গোঙায়লুঁ,
জরা শিশু[৫] কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে[৬] মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত
সাগর-লহরী[৭] সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-আনদিক-[৮] নাথ কহায়সি,
অবতারণ-[৯] ভরে তোহারা॥১০৭॥